ভূমিকা

১। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ভাগবতের অনুবাদ ও কবি পীতাম্বর

বাংলা সাহিত্যে ভাগবত-পুরাণের প্রভাব অপরিসীম। পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দ পর্যন্ত ভাগবত-পুরাণ অবলম্বনে অসংখ্য কাব্য বাংলা ভাষায় রচিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সবগুলিই যে ভাগবতের ঘনিষ্ঠ অনুবাদ এমন কথা বলা যায় না। বরং মূলানুগ অনুবাদ বলিতে যাহা বুঝায় বাংলা সাহিত্যে সেই জাতীয় ভাগবত-গ্রন্থের সংখ্যা নগণ্য। ভাগবত অবলম্বনে কৃষ্ণচরিত-কাব্য রচনা করিতে গিয়া বহু কবি বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন বিনা দ্বিধায় এবং সেই সঙ্গে পুরাণ-বহির্ভূত শ্রীকৃষ্ণলীলার লৌকিক ধারাটিকেও জুড়িয়া দিয়াছেন। অধিকাংশ কবির কাব্যে এই লৌকিক ধারাটিকেই গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে সমধিক। পঞ্চদশ শতকে মাধবেন্দ্র পুরী কর্তৃক আনীত কৃষ্ণভক্তির নূতন স্রোতোধারা বাংলার মাটিতে প্রবাহিত হইবার পূর্ব হইতেই এ দেশের লোকসমাজে কৃষ্ণলীলার একটি আদিরসাত্মক কাহিনী প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। সেই কাহিনী বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যেমন রূপ লাভ করিয়াছে, তেমনি পরবর্তীকালের বহু কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্যে ভাগবতোক্ত কৃষ্ণকাহিনীর সহিত সংমিশ্রিত হইয়া বাঙালীর কৃষ্ণপ্রীতির ইন্ধন জোগাইয়াছে। ভাগবত-পুরাণ অনুসরণে ও শ্রীকৃষ্ণলীলাবিষয়ক পূর্বাপরপ্রচলিত লৌকিক ধারার অন্তর্বিস্তর সংমিশ্রণে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে যে সমস্ত পাঁচালীশ্রেণীর কাব্য রচিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকখানির কালানুক্রমিক পরিচয় সংক্ষিপ্তভাবে দেওয়া গেল।—

।।পঞ্চদশ শতাব্দ।।

(১)মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়

এ পর্যন্ত ভাগবত-পুরাণ অনুসরণে বাংলা ভাষায় রচিত যতগুলি কৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক কাব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে মালাধর বসু রচিত শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থখানিই আদিতম। গ্রন্থের রচনাকাল ১৩৯৫ হইতে ১৪০২ শকাব্দ (খৃঃ ১৪৭৩ – ৮০খৃ)[১]। কবি গৌড়েশ্বরের[২] নিকট হইতে গুণরাজ খান উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। কবির নিবাস কুলীনগ্রাম। চৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের রসাস্বাদন করিতেন বলিয়া জানা যায়। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ভাগবত অনু-সরণে রচিত হইলেও ইহাকে ঠিক ভাগবতের অনুবাদ বলা চলে না। ইহাতে ভাগবত ভিন্ন বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশের প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক লৌকিক ধারাটিও যে মালাধর বসু কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল তাহা একেবারে অস্বীকার করা চলে না।[৩] মালাধর বসু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হইলেও তাঁহার কাব্যে কোথাও পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায় নাই। তিনি পণ্ডিতের মুখে ভাগবতকথা শ্রবণ করিয়া উহাকে সাধারণের বোধ্য সহজ সরল রূপ দান করিয়াছেন। তিনি নিজেও বলিয়াছেন —

ভাগবত শুনি আমি পণ্ডিতের মুখে।
লৌকীক কহিল লোক সুন মহাসুখে।।[৪]

---

১. তেরশ পচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভণ।
চতুর্দশ দুই শকে হৈল সমাপন।।

২. এই গৌড়েশ্বর সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক শাহা বলিয়া অনুমিত হয়।

৩. দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত কবিশেখরের ‘গোপালবিজয়’ (১ম সং) কাব্যের ভূমিকা (পৃঃ ১২-৭৩) দ্রষ্টব্য।

৪. খগেন্দ্রনাথ মিত্র-সম্পাদিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ‘শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়’ গ্রন্থের ৩য় পৃঃ দ্রষ্টব্য।

দুরূহ তত্ত্বসম্বলিত ভাগবত-পুরাণকে লৌকিক ভাষায় রূপান্তরিত করিতে গিয়া কবি তাই মূলের ঘনিষ্ঠ অনুসরণে যত্নবান হন নাই। ফলে কাব্য-মধ্যে কবির মৌলিকতা ও সহজ কবিত্ব যথেষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের পুথি প্রথম মুদ্রিত হয় ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে (৪০১ চৈতন্যাব্দ)। প্রকাশক রাধিকানাথ দত্ত। পুস্তকখানি দুষ্প্রাপ্য। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে খগেন্দ্রনাথ মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের অপর একটি সংস্করণ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকখানিও অধুনা প্রায় দুর্লভ হইতে চলিয়াছে।

।।ষোড়শ শতাব্দ।।

১. দ্বিজ গোবিন্দের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল

দ্বিজ গোবিন্দ এবং চৈতন্য-নিত্যানন্দের অনুগ্রহভাজন পদকর্তা গোবিন্দ আচার্য একই ব্যক্তি বলিয়া অনুমান করা হইয়া থাকে। দ্বিজ গোবিন্দের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের একখানি পুথি এশিয়াটিক সোসাইটির সংগ্রহে আছে বলিয়া ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় তাঁহার 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে'[৫] উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিজ গোবিন্দ তাঁহার কাব্যে ভাগবতের সমগ্র আখ্যানভাগ অনু-সরণ করিলেও প্রথম নয়টি স্কন্ধ নিতান্তই সংক্ষিপ্ত ও অসংহত। দশম, একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধের উপরেই কবি সমধিক গুরুত্ব দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কাব্য মধ্যে কৃষ্ণলীলার লৌকিক ধারা অবলম্বনে লিখিত দান-খণ্ড ও নৌকাখণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। উহাতে বড়ায়িরও উল্লেখ আছে। দ্বিজ গোবিন্দের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের পুথি এ যাবত মুদ্রিত হয় নাই বলিয়াই জানা যায়।

(২) রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী

রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের রচনা তথ্যনিষ্ঠ, উচ্ছ্বাসবর্জিত ও মূলের

---

৫. প্রথম খণ্ড : পূর্বার্ধ : পৃঃ ৪৫২ (৪র্থ সং)

অনুগত । ইহাতে সমগ্র ভাগবতেরই অনুবাদ করা হইয়াছে । তবে প্রথম নয়টি স্কন্ধ কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত । শেষ তিনটি প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ । বিশেষ করিয়া দশম স্কন্ধটি রচনায় কবি একেবারে মূলের ঘনিষ্ঠ অনুসরণ করিয়াছেন । মূলের ৯০টি অধ্যায়কে ক্রমানুসারে সাজাইয়া প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে ' ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যা সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে ... অধ্যায়ঃ ' কথাটিও উহাতে উল্লেখ করা হইয়াছে । পুরাণ-বহির্ভূত কোন কথা রঘুনাথের কাব্যে নাই ।

এ পর্যন্ত ' শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী '-র দুইখানি মুদ্রিত সংস্করণের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । একটি নগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত (১৩১২ বঙ্গাব্দ) সংস্করণ এবং অপরটি বঙ্গবাসী সংস্করণ (১৩১৭ বঙ্গাব্দ) । সম্পাদনা করিয়াছেন বসন্তরঞ্জন রায় ।

(৩)দ্বিজমাধব বা মাধব আচার্য রচিত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল

দ্বিজমাধব ভাগবত অনুসরণে তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' কাব্য রচনা করিলেও ইহাতে ভাগবত-বহির্ভূত দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদি লৌকিক লীলাকাহিনী সংযোজিত হইয়াছে । তাহা ছাড়া ভাগবত ভিন্ন অন্যান্য পুরাণেরও কিছু কিছু অনুসরণ ইহাতে লক্ষ্য করা যায় । দ্বিজমাধবের কাব্যের ভণিতা হইতে জানা যায় যে, শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত কবির সাক্ষাৎ হইয়াছিল ।

দ্বিজমাধবের ' শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ' প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল ' শ্রীমদ্ভাগবত-সার ' নামে বাংলা ১২৩৩ সালে । বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতেও একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় । এ বিষয়ে ডঃ সুকুমার সেন তাঁহার ' বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে ' উল্লেখ করিয়াছেন ।

(৪) কবিশেখর দৈবকীনন্দন সিংহ-রচিত ' গোপালবিজয় ' কাব্য

কবিশেখর দৈবকীনন্দন সিংহ ষোড়শ শতকের ভাগবত রচয়িতাদিগের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন । শ্রীদুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যো-

পাধ্যায়ের মতে কাব্যখানি ষোড়শ শতকের পূর্বার্ধে রচিত।[৬] কাব্যখানির বর্ণিত বিষয় মুখ্যত পুরাণানুসারী হইলেও ইহাতে পুরাণাতিরিক্ত দান ও নৌকালীলা সংযোজিত হইয়াছে। কবি এ বিষয়ে গ্রন্থারম্ভেই অপরাধ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

আর একখানি দোষ না লবে আমার।
পুরাণের অতিরেক লেখিব অপার।।[৭]

পুরাণাতিরিক্ত লৌকিক কাহিনী কাব্যমধ্যে সন্নিবেশিত করিবার কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া কবি লিখিয়াছেন——

কি কহিব আর অত অংশ অবতারে।
দুষ্ট মারি সৃষ্টি রাখিল বারে বারে।।
সে সব প্রভুর যদি অবতার হএ।
তা সব বলিতে তনু মন নাহি লএ।।
একু গোপরূপে অত করিল বিলাস।
তাহাই কহিতে মনে অধিক উল্লাস।।[৮]

অর্থাৎ দুষ্টের দমন দ্বারা সৃষ্টি রক্ষার নিমিত্ত বিষ্ণুর যুগে যুগে ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার ঘটনা বর্ণনা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের মধুরলীলা প্রকাশে কবির আগ্রহ অধিক। বিশেষভাবে কবি জনসাধারণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই কাব্য রচনা করিয়াছেন। তাই তিনি ব্রজ জনসমাজে কৃষ্ণলীলার যে ধারাটি পূর্বাপর প্রচলিত ছিল তাহা পৌরাণিক কাহিনীর সহিত সংমিশ্রণ করিয়া ইহাকে লোকপ্রিয় করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। এই দিক হইতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সহিত ইহার আপাত সাদৃশ্য আছে। তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ন্যায় 'গোপাল-বিজয়' আগাগোড়া আদিরসাত্মক নহে। ইহাতে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য,

---

৬. গোপালবিজয় (১৩৭৩ বঙ্গাব্দ), ভূমিকা, পৃ: ২৫–২৬

৭. ঐ পৃ: ৭

৮. ঐ পৃ: ৬

বীর, শৃঙ্গার প্রভৃতি একাধিক রসের সমন্বয় ঘটিয়াছে।

বিশ্বভারতীর গবেষণা-গ্রন্থ প্রকাশন সমিতি হইতে শ্রীদুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'গোপালবিজয়' কাব্যের একখানি মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে (১৩৭৩ বঙ্গাব্দ)। গ্রন্থখানি বিশ্বভারতী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়াটিক সোসাইটি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এ সংরক্ষিত আটখানি পুঁথি অবলম্বনে সম্পাদিত।

(৫) দুঃখী শ্যামদাসের গোবিন্দমঙ্গল

দুঃখী শ্যামদাসের গোবিন্দমঙ্গল মূলতঃ ভাগবতের দশম স্কন্ধ ও অপর দুই একটি স্কন্ধের (১ম, ২য়, ও ৩য়) বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত হইলেও ইহাতে লৌকিক দান ও নৌকালীলার বর্ণনা আছে। এই দান ও নৌকালীলার বর্ণনা কতকটা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বর্ণনার অনুরূপ। কাব্যটি আগাগোড়া বর্ণনাধর্মী। মাঝে মাঝে কিছু পদের ব্যবহার আছে। কবি কোথাও যথার্থ অনুবাদের রীতি গ্রহণ করেন নাই। কাব্যখানি ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ঈশানচন্দ্র বসু কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। কাব্যমধ্যস্থিত কবি কর্তৃক উল্লিখিত তথ্যাদি দৃষ্টে ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় অনুমান করেন, শ্যামদাস তাঁহার কাব্যখানি ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রচনা করিয়াছিলেন।[৯]

(৬) কৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল

কবি কৃষ্ণদাস মাধব আচার্যের সেবক ছিলেন বলিয়া জানা যায়। ইনি গঙ্গার পশ্চিমতীরবর্তী কোন এক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম যাদব ও মাতার নাম পদ্মাবতী। খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের মতে কৃষ্ণদাসের কাব্যের প্রকৃত নাম 'মাধবচরিত'।[১০] কাব্য রচনার

---

৯. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ।। ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃঃ ৪৫৭ (৪র্থ সং)

১০. মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় (ক.বি. ১৯৪৪), ভূমিকা, পৃঃ ২।৵

সঠিক কাল নির্ণয় সম্ভবপর না হইলেও অনুমিত হয় যে, কাব্যখানি ষোড়শ শতাব্দের শেষার্ধে অথবা সপ্তদশ শতাব্দের প্রথমার্ধে রচিত হইয়াছিল। কৃষ্ণদাস ভাগবতের কাহিনী অবলম্বনে কাব্য রচনা করিলেও কোথাও অনুবাদের রীতি অনুসরণ করেন নাই। ভাগবতোক্ত ঘটনাবলী অবলম্বনে তিনি স্বাধীন কাব্য রচনা করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যমধ্যে ভাগবত-বহির্ভূত দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড ও ভারখণ্ডের কাহিনী আছে। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে কৃষ্ণদাসের কাব্যের একখানি মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

(৭) অনন্ত কন্দলী রচিত ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ

অনন্ত কন্দলী কামরূপ-অন্তর্গত হাজো নিবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম রত্ন পাঠক। তাঁহার প্রকৃত নাম হরিচরণ।' অনন্ত কন্দলী ' তাঁহার উপাধি মাত্র। তিনি ' চন্দ্রভারতী ' বা ' ভাগবত আচার্য ' উপাধিতেও ভূষিত ছিলেন। অনন্ত কন্দলী শঙ্করদেবের শিষ্য ছিলেন। শঙ্করদেব-কৃত ভাগবত ১০ম স্কন্ধের অসম্পূর্ণ অংশ (মধ্য দশম ও শেষ দশম) অনন্ত কন্দলীই সমাপ্ত করেন। তাঁহার রচনায় তাই শঙ্করদেবের রচনার অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। অনন্ত কন্দলী কেবলমাত্র ভাগবত হইতেই ঘটনাবস্তু আহরণ করেন নাই, হরিবংশ হইতেও তাঁহার কাব্যের উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে।

।।সপ্তদশ শতাব্দ।।

(১) শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর শ্রীকৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণবিলাস

শ্রীকৃষ্ণদাস রচিত শ্রীকৃষ্ণবিলাসের একখানি পুথি অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে ১৩২৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। উহাতে সম্পাদক মহাশয় শ্রীকৃষ্ণদাসকে মহাভারত-রচয়িতা কাশীরাম দাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ

আরও অনেকে ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু ড: সুকুমার সেন তাঁহার বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের (১ম, অপরার্ধ) ৩য় সংস্করণে এই বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন।[১১] সে যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণদাস তাঁহার কাব্যমধ্যে অধিকাংশ ভণিতায় কাব্যের নাম শ্রীকৃষ্ণবিলাস বলিয়া উল্লেখ করিলেও দুই এক স্থলে উহার নাম 'ভাগবতসার'ও বলিয়াছেন। তবে এমনও হইতে পারে ভাগবত অনুসরণে কাব্য রচনা করিয়াছেন বলিয়া কবি উহাকে ভাগবতসার আখ্যা দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণদাস ভাগবতের যথাযথ অনুবাদ করেন নাই। তাঁহার কাব্যে ভাগবত-বহির্ভূত বহু বিষয়ের বর্ণনা আছে।

(২) শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর ঘনশ্যামদাসের শ্রীকৃষ্ণবিলাস

শ্রীকৃষ্ণদাসের ন্যায় ঘনশ্যামদাসেরও উপাধি ছিল শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর। অন্তত: কবির ভণিতা হইতে তাহাই জানা যায়। তবে কবি কোথাও কোথাও শুধু 'কিঙ্কর' অথবা 'কিঙ্কর দ্বিজ'ও ব্যবহার করিয়াছেন। কবির কাব্যের নাম 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' হইলেও কোনও পুঁথিতে 'হরিবংশ', 'ভাগবত' অথবা 'ব্রহ্মবৈবর্ত' নামও পাওয়া যায়।[১২] কবি কেবলমাত্র ভাগবতের উপর নির্ভর না করিয়া হরিবংশ-ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণাদি হইতেও তাঁহার কাব্যের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন।

(৩) পরশুরাম রচিত কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য

কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য রচয়িতা দুইজন পরশুরামের নাম পাওয়া যায়। দুইজনই সপ্তদশ শতকের কবি এবং উভয়ই ব্রাহ্মণ। একজনের পুরা নাম পরশুরাম চক্রবর্তী, অপরজন পরশুরাম রায়। ড: সুকুমার সেন মনে করেন, পরশুরাম চক্রবর্তী শ্রীখণ্ডের নিকটবর্তী কোন স্থানের অধিবাসী ছিলেন। পরশুরামের কাব্যে দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড তো আছেই, উপরন্তু

১১. পৃ: ৬৫-৬৬

১২. ড: সুকুমার সেন— বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম, অপরার্ধ, পৃ:৬৫)

কৃষ্ণকথা বহির্ভূত কিছু কিছু উপাখ্যানও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পরশুরাম রায় যে কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য রচনা করেন তাহার নাম মাধবসঙ্গীত ব সঙ্গীত-মাধব। কাব্যখানি গীতবহুল।

(৪) ভবানন্দের হরিবংশ

কাব্যখানির নাম হরিবংশ হইলেও মহাভারতের পরিশিষ্ট 'খিল' হরিবংশের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। ইহার মূলে হয় তো 'হরিবংশ' নামে অপর কোন কাব্য ছিল, কিন্তু সে কাব্যের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।[১৩] সে যাহা হউক, ভবানন্দের হরিবংশ একখানি কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্য। ইহাতে ভক্তিরস অপেক্ষা আদিরসেরই প্রাধান্য। কবি কাব্যমধ্যে তাঁহার আত্মপরিচয় কিছুই উল্লেখ করেন নাই। ভণিতা হইতে শুধু এইটুকু জানা যায়, তিনি 'শিবানন্দ-সুত' ছিলেন। ভবানন্দের কাব্যে উল্লিখিত গানগুলি শ্রীহট্ট জেলার মুসলমান সমাজে সমাদৃত থাকায় অনুমিত হয়, কবি ঐ অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন। ভবানন্দে 'হরিবংশ' সতীশচন্দ্র রায় কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রথম প্রকাশিত হয় (১৯৩২)।

।।অষ্টাদশ শতাব্দ।।

(১) বলরামদাসের শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত

অষ্টাদশ শতাব্দে রচিত কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্যগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বলরামদাসের শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত। কবি মুখ্যত: ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অবলম্বনে তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন। খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের অনুমান, বলরাম সহজিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।[১৪] কবি কাব্য রচনার কাল উল্লেখ করিয়াছেন ১৬২৪ শক অর্থাৎ ১৭০২ খৃষ্টাব্দ

১৩. ড: সুকুমার সেন — বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম, অপর. পৃ:৭১
১৪. মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় (ক. বি. ১৯৪৪), ভূমিকা, পৃ: ২

(২) দ্বিজ রমানাথের শ্রীকৃষ্ণবিজয়

দ্বিজ রমানাথ মূলতঃ ভাগবত অনুসরণেই তাঁহার শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য রচনা করিয়াছেন। তবে ইহাতে দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডও আছে। রচনাভঙ্গী সহজ সরল।

(৩) শঙ্কর চক্রবর্তীর ভাগবতামৃত বা গোবিন্দমঙ্গল

শঙ্কর চক্রবর্তী বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহের (১৭১২-৪৮) সভাকবি ছিলেন। কবিপ্রদত্ত আত্মপরিচয় হইতে জানা যায়, তিনি মল্লভূমির অন্তর্গত লেগোর দক্ষিণ দিকস্থ পানুয়া গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম মুনিরাম চক্রবর্তী। শঙ্কর-রচিত কাব্যখানি সুবৃহৎ। ভাগবত ছাড়াও ইহাতে ভবিষ্যপুরাণ ও হরিবংশের কাহিনীর অবতারণা কোথাও কোথাও লক্ষ্য করা যায়। ১৩৪১ সালে মাখনলাল মুখোপাধ্যায় শঙ্কর চক্রবর্তীর কাব্যের একখানি সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

(৪) অভিরামদাসের গোবিন্দবিজয়

অভিরামদাসের গোবিন্দবিজয় ভাগবত অনুসরণে রচিত বর্ণনাময় কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্য। কবি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। তাঁহার মৌলিক উপাধি ছিল 'দত্ত'। তিনি সম্ভবতঃ মল্লভূমের অধিবাসী ছিলেন। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে কবিচন্দ্র তাঁহার গোবিন্দমঙ্গলে অভিরাম দাসের রচনা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা হইতে কেউ কেউ অনুমান করেন অভিরাম সপ্তদশ শতকের কবি।[১৫] শ্রীপীযূষকান্তি মহাপাত্রের সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গোবিন্দবিজয়ের একখানি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

উপরিউক্ত কাব্যগুলির মধ্যে একমাত্র রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'কেই ভাগবতের যথাযথ অনুবাদ বলা চলে। অপরগুলির

---

১৫. মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় (ক.বি.১৯৪৪), ভূমিকা, পৃঃ ২

কোনটি ভাগবত অনুসরণে স্বাধীন রচনা, আবার কোনটিতে ভাগবতের কাহিনী অনুসৃত হইলেও পুরাণ-বহির্ভূত কৃষ্ণলীলার লৌকিক ধারাটিকেও সযত্নে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই দিক হইতে পীতাম্বরের ভূমিকা স্বতন্ত্র। তিনি রঘুনাথের ন্যায় ভাগবতেরই অনুবাদ করিয়াছেন, স্বাধীন কাব্য রচনা করিতে বসেন নাই। ফলে অপৌরাণিক ঘটনার সংযোজনা তাঁহার কাব্যে নাই। মূলের প্রতি আনুগত্য রক্ষা করিয়া তিনি ভাগবতের দশম স্কন্ধের কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তাই পীতাম্বরের বিশিষ্ট ভূমিকাটি অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে কবি পীতাম্বর ও তাঁহার ভাগবত কাব্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা গেল।

২. পুথির পরিচয় ও সম্পাদন-রীতি

পীতাম্বর-অনুদিত ভাগবতের পুথি সম্পাদনার প্রধান অসুবিধা পুথির অপ্রাচুর্য। কোচবিহার দরবার লাইব্রেরিতে দুইখানি পুথি সংরক্ষিত আছে বলিয়া ড: সুকুমার সেন মহাশয় তাঁহার 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ও ড: পশিভূষণ দাশগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত 'এ ডেসক্রিপটিভ ক্যাটালগ অব বেঙ্গলি মানাস্ক্রিপটস প্রিজার্ভড ইন দি স্টেট লাইব্রেরি অব কোচবিহার' গ্রন্থে আমরা মাত্র একখানি পীতাম্বর-অনুদিত ভাগবতের পুথির (পুথিসংখ্যা ৫৮) সন্ধান পাই। পুথিখানি বর্তমানে কোচবিহারে অবস্থিত উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। অপর একখানি পুথি সাম্প্রতিক কালে পাওয়া যাইতেছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অসমকুমার মৈত্রেয় মিউজিয়মে।